সূচিপত্র

ভূমিকা **৫**

১ম বিষয় : তারগীব (সালাতের উপকার, পুরস্কার এবং গুরুত্ব) **১০**

সালাতের গুরুত্ব ১০

সালাতের মাধ্যমে সুখ এবং প্রশান্তি ১৩

আল্লাহর সাথে কথোপকথন ১৪

সালাত খারাপ কাজ থেকে দূরে রাখে ১৭

সালাত পাপমোচনকারী ১৮

নবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর আত্মত্যাগের কথা স্মরণ করুন ... ১৯

আপনি কি আল্লাহর জিম্মায় থাকতে চান? ২২

আপনি কি চান ফেরেশতাগণ আপনার সম্পর্কে ভালো বলুক? ২৩

সালাত জীবনকে পরিবর্তন করে ২৪

আপনি কি জান্নাত কামনা করেন? ২৫

২য় বিষয় : সময়মতো সালাত আদায় **২৮**

৩য় বিষয় : তারহীব **২৯**

আপনাকে কি কাফির বিবেচনা করা হতে পারে? ৩০

সালাত ছুটে গেলে কেমন উপলব্ধি হওয়া উচিত? ৩২

আপনি কি আল্লাহর ক্রোধের মুখোমুখি হতে চান? ৩৩

আল্লাহর তত্ত্বাবধান ব্যতীত আপনি কি কিছু করতে পারবেন?..... ৩৪
আপনি কি চান আপনার আমলসমূহ বৃথা হয়ে যাক? ৩৪
আপনি কি মুনাফিকী জীবন কামনা করেন? ৩৫
প্রত্যেক অবস্থায় সালাত ফরজ! ৩৫
আপনি কীভাবে সালাত আদায় না করার স্পর্ধা দেখান? ৩৭
জাহান্নামের শাস্তি ৩৮
আল-কাউসার থেকে বঞ্চিত হতে চান? ৪৬
সালাত না আদায়কারী আখিরাতে আল্লাহর সামনে
সিজদাবনত হতে পারবে না ৪৮
আপনি কি শয়তানের টয়লেট হতে চান? ৫০
যে সালাত আদায় করে না, সে দুটোর একটা! ৫২
নিজেকে প্রশ্ন করুন, কে উত্তম? আমি না শয়তান? ৫৩

৪র্থ বিষয় : সালফে সালেহীন এবং আলিমগণের কিছু বক্তব্য ৫৪

৫ম বিষয় : সালাতকে সালফে সালেহীন কেমন মর্যাদাসম্পন্ন বিবেচনা করতেন ৫৯

৬ষ্ঠ বিষয় : মানুষ কেন সালাত আদায় করে না? ৬৩

ভূমিকা

আমাদের আজকের আলোচনার বিষয় হলো সালাত। এ আলোচনা প্রথমত তাদের জন্য, যারা সালাত আদায় করে না। কেউ মুসলিম হিসেবে জন্মগ্রহণ করেছে, তার পিতা-মাতা মুসলিম, এখন তার বয়স পনেরো, ষোলো, সতেরো, ত্রিশ, পঞ্চাশ কিংবা ষাট হয়েছে; অথচ সে সালাত আদায় করে না—যার অবস্থা এমন, এ আলোচনা সবার আগে তার জন্য। একইসাথে, যারা সালাত আদায় করে এ আলোচনা তাদের জন্যও। কাজেই, 'আমি তো সালাত আদায় করি, তাই আমার এ আলোচনা শোনার কোনো প্রয়োজন নেই', এমনটা ভাববেন না। বরং যারা সালাত আদায় করে না, তাদের মতোই আপনার জন্যও এ কথাগুলো শোনা জরুরি।

কেন?

কারণ আজ আমরা এমন এক সময়ে বসবাস করছি, যখন অধিকাংশ মানুষ সালাত আদায় করে না। সালাত না আদায় করা আজ নিয়ম হয়ে দাঁড়িয়েছে। সালাত আদায় করা যেন আজ ব্যতিক্রম একটা ব্যাপার। অথচ অতীতে যারা সালাত আদায় করত না, তারা ছিল ব্যতিক্রমী। যেহেতু সালাত আদায় করাটাই আজ দুর্লভ বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে, তাই সালাত আদায়কারীরাও আমার কথাগুলো মনোযোগ দিয়ে শুনবেন, যাতে যারা সালাত আদায় করে না তাদের কাছে আপনারা এ কথাগুলো পৌঁছে দিতে পারেন। আপনার আশেপাশের যেসব মানুষ সালাত আদায় করে না, বিশেষ করে যাদের মুসলিম গণ্য করা হয়, এ বার্তা তাদের কাছে পৌঁছে দেওয়া আপনার দায়িত্ব।

আজ পরিস্থিতি এমন দাঁড়িয়েছে যে, আপনি নিজেকে মুসলিম হিসেবে ঘোষণা দিলেই আপনাকে মুসলিম বলে গণ্য করা হবে। আপনি সালাত আদায় করেন কি না, সেদিকে ভ্রুক্ষেপও করা হবে না। যারা সালাত আদায় করে না, তাদেরকে

জাহান্নামের আগুন থেকে হেফাজত করা এবং নিরাপদ রাখার চেষ্টা করা আপনার দায়িত্ব। তাই আমার এ কথাগুলো ভালো করে শুনুন।

আল্লাহ তাআলা কুরআনুল কারীমের সূরা ত্বহা'য় বলেছেন,

وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا ۖ لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا ۖ نَّحْنُ نَرْزُقُكَ ۗ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَىٰ

> "আপনি আপনার পরিবারের লোকদেরকে সালাতের আদেশ দিন এবং নিজেও এর ওপর অবিচল থাকুন। আমি আপনার কাছে কোনো রিজিক চাই না। আমি আপনাকে রিজিক দিই, আর আল্লাহভীতির পরিণাম শুভ।"[১]

অর্থাৎ, আল্লাহ তাআলা বলেছেন সালাত আদায়ের আদেশ দিতে এবং এর ওপর অবিচল থাকতে। এ আয়াতে নবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে উদ্দেশ্য করে বলা হয়েছে, তবে এটি আমাদের সকলের জন্য প্রযোজ্য। এ ছাড়াও নবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

مُرُوهُمْ بِالصَّلَاةِ لِسَبْعٍ وَاضْرِبُوهُم عَلَيْهَا لِعَشْرٍ

> "তোমাদের সন্তানদেরকে ৭ বছর বয়সে সালাত আদায় করতে আদেশ দাও এবং ১০ বছরে পৌঁছলে (যদি তারা সালাত আদায় না করে) তাদেরকে সালাতের জন্য প্রহার করো।"[২]

হাদীসটি বর্ণিত হয়েছে মুসনাদে আহমাদ-এ। এটি সম্ভবত একমাত্র হাদীস যেখানে রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কোনো কিছুর জন্য সরাসরি বাচ্চাদের প্রহার করার কথা বলেছেন। কোনো ব্যক্তি বা কাজের ওপর আপনি দায়িত্বপ্রাপ্ত হয়ে থাকলে কিয়ামতের দিন আল্লাহ তাআলার সামনে আপনাকে সেই দায়িত্ব সম্পর্কে জবাবদিহি করতে হবে। আপনাকে কিয়ামতের দিন প্রশ্ন করা হবে, কেন আপনার সন্তান সালাত আদায় করেনি? আপনি তখন বলতে পারবেন না, 'আমার সন্তান সালাত আদায় করতে চায়নি, তাই আমি জোর করিনি'। নবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

كُلُّكُم رَاعٍ، وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ.... وَالرَّجُلُ رَاعٍ عَلَى أَهْلِ بَيْتِهِ

[১] সূরা ত্ব-হা, ১৩২ : ২০

[২] আবু দাউদ, আস-সুনান : ৪৯৫

> "তোমাদের প্রত্যেকেই দায়িত্বপ্রাপ্ত এবং সেই দায়িত্ব সম্পর্কে প্রত্যেকেই জিজ্ঞাসিত হবে... আর পুরুষ তার পরিবার ও সংসারের দায়িত্বপ্রাপ্ত।"[৩]

মসজিদের ইমাম মুসল্লিদের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত। পরিবারের কর্তা পরিবারের সদস্যদের ওপর দায়িত্বপ্রাপ্ত। আপনার চেনা কিছু মানুষ সালাত আদায় করে না, আপনি জানেন এ ব্যাপারটি কতটুকু গুরুতর এমন ক্ষেত্রে তাদের কাছে সালাতের গুরুত্ব সম্পর্কে এ কথাগুলো পৌঁছে দেওয়া আপনার দায়িত্ব।

বিস্ময়কর এই হাদীসটি শুনুন :

مَا مِنْ عَبْدٍ يَسْتَرْعِيهِ اللَّهُ رَعِيَّةً، يَمُوتُ يَوْمَ يَمُوتُ، وَهُوَ غَاشٌّ لِرَعِيَّتِهِ، إِلَّا حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ

> "আল্লাহ যদি কোনো বান্দাকে কিছু মানুষের দায়িত্ব দেন আর সেই দায়িত্বশীল তার অধীনস্থদের (তাদের হক থেকে) বঞ্চিত রেখেই মৃত্যুর নির্ধারিত দিনে মারা যায়, তবে আল্লাহ তার জন্য জান্নাত হারাম করে দেন।"[৪]

এমন ব্যক্তির জন্য আল্লাহ জান্নাতকে হারাম করে দেবেন। দায়িত্বপ্রাপ্ত লোকদের প্রতারণা বলতে এখানে কী বোঝানো হচ্ছে? আপনার পরিচিত কেউ অথবা আপনার বাড়ির কোনো মানুষকে যদি আপনি আন্তরিকভাবে ইসলামের হুকুমগুলোর ব্যাপারে নসীহা না করেন, তা হলে সেটাই তাদের সাথে প্রতারণা করা। যে নারীর স্বামী সালাত আদায় করে না, তার দায়িত্ব স্বামীকে নসীহা করা। এমন স্বামীকে বলতে হবে, আল্লাহকে ভয় করুন এবং সালাত আদায় করুন। যদি সে এই অবস্থাতেই চলতে থাকে এবং সংশোধনের কোনো ইচ্ছা তার মধ্যে দেখা না যায়, তবে তাকে পরিত্যাগ করতে হবে।

স্বামীও একই কাজ করবে। স্ত্রী সালাত আদায় না করলে স্বামীর করণীয় কী, সে বিষয়ে সুনির্দিষ্ট দিক-নির্দেশনা আছে। প্রথমে তাকে সালাতের দিকে আহ্বান করতে হবে। তারপর চাপ প্রয়োগ করতে হবে এবং আদেশ করতে হবে। এরপরও যদি সে অস্বীকার করে, তবে তাকে তালাক দিতে হবে। এটা হলো ইসলামের নির্ধারিত সীমানা। এটা ইসলামের আদেশ। সালাত আদায় করে না, এমন কারও সাথে থাকার কোনো সুযোগ নেই। কৈশোরে-পদার্পণ-করা-সন্তান সালাত আদায় করছে

[৩] বুখারী, আস-সহীহ : ৭১৩৮

[৪] মুসলিম, আস-সহীহ : ১৪২

না, এমন হতে দেওয়া যাবে না।

তাই, যারা সালাত আদায় করে না তাদের মতোই সালাত আদায়কারীদের জন্যও এ কথাগুলো অতি গুরুত্বপূর্ণ। আমি আবারও বলি, আজ আমাদের প্রত্যেকেরই চারপাশে এমন মানুষ আছে, যারা সালাত আদায় করে না। অধিকাংশ লোকই, আমি বলব সম্ভবত ৯৯% লোকই দৈনিক পাঁচ ওয়াক্ত সালাত আদায় করে না।

যদি কুরআন-হাদীসের দলিল-সহ সালাতের ব্যাপারে এই কথাগুলো অন্যের কাছে পৌঁছনো কারও জন্য কঠিন হয়ে যায়, যদি কেউ মানুষের সামনে সঠিকভাবে বিষয়টি উপস্থাপন করতে না পারে, তা হলে এই বিষয়ের ওপর পছন্দমতো একটি লেকচার রেকর্ড করে সিডি, পেনড্রাইভ ইত্যাদির মাধ্যমে অন্যদের কাছে পৌঁছে দেওয়ার সুযোগ আছে। কেন এমন করা দরকার? কারণ, আপনার দাওয়াতের কারণে কেউ সালাত আদায় করলে, প্রতিদিন সে যত রাকআত সালাত আদায় করতে থাকবে, আপনিও এর আজর (প্রতিফল) পাবেন। নবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

مَنْ دَلَّ عَلَى خَيْرٍ فَلَهُ مِثْلُ أَجْرِ فَاعِلِهِ لَا يَنْقُصُ مِنْ أَجْرِهِ شَيْئًا

> "যে-কেউ সৎ পথ দেখিয়ে দেয়, সে তার দেখিয়ে-দেওয়া সৎকর্মকারী ব্যক্তির সমপরিমাণ সওয়াব পাবে, একটুও কম নয়।"[৫]

আপনার দাওয়াতের কারণে সে সালাত আদায় করলে আপনি তার সমপরিমাণ সওয়াব পাবেন। একটুও কম না। ধরুন, আপনি এই আলোচনার মতো কোনো একটি আলোচনা নিয়ে সিডি বানালেন এবং এমন কাউকে দিলেন, যে সালাত আদায় করে না। তারপর সে সালাত আদায় করতে শুরু করল। আপনার মাধ্যমে এই আলোচনা শোনার পর তার আদায়-করা প্রত্যেকটি সালাতের জন্য আপনি সওয়াব পাবেন। মনে করুন, আপনি এরকম দশজন অথবা ৫জনকে বা ২জনকে পেলেন যারা আপনার দাওয়াতের কারণে সালাত আদায় করা শুরু করল। এটি প্রায় জান্নাতের একটি টিকেটের মতো! আপনি নেকি পাচ্ছেন কিন্তু এর জন্য আপনাকে কোনো ঘাম ঝরাতে হচ্ছে না, টাকা খরচ করতে হচ্ছে না; অটোম্যাটিক সেটা যুক্ত হয়ে যাচ্ছে আপনার আমলনামায়। এখন ভাবুন, যদি ওই ব্যক্তি গিয়ে অন্যান্য মানুষকে সালাতের দিকে আহ্বান করে, তা হলে আপনি সেটারও সমপরিমাণ আজর (প্রতিদান) পাবেন। যদি তার সন্তানসন্ততি থাকে এবং তাদের সবাই সালাত

[৫] মুসলিম, আস-সহীহ : ১৮৯৩

আদায় করতে শুরু করে, তবে আপনি তাদের সবার সমান প্রতিদান পাবেন। এই সব সওয়াব আপনি পাবেন কেবল সালাতের দাওয়াত দেওয়ার কারণে। এ কারণেই এ আলোচনা যারা সালাত আদায় করে না এবং যারা সালাত আদায় করে, দু-দলের জন্যই। আমাদের আজকের আলোচনা ছয়টি পয়েন্টকে কেন্দ্র করে।

প্রথম পয়েন্ট হলো, সালাতের উপকার, পুরস্কার এবং গুরুত্ব। ইসলামে একে আমরা *তারগীব* বলে থাকি।

তারগীব হলো কোনো ভালো কাজে উৎসাহিত করার জন্য উত্তম উপায়ে কিছু বলা বা করা। এই আলোচনার আরেকটি অংশ আছে যা তারগীবের বিপরীত, তা হলো ভালো কাজে উৎসাহিত করা ভয় দেখানোর মাধ্যমে। অর্থাৎ *তারহীব*। তারগীব এবং তারহীব হলো পুরস্কারের প্রতিশ্রুতি এবং পরিণতির ভয়। ধরুন বাবা তার ছেলেকে বলল, যদি তুমি তোমার পড়ার টেবিল পরিষ্কার করো তা হলে ৫০ টাকা পাবে। তারপর বলল, আর টেবিল না পরিষ্কার করলে মার খাবে। এখানে প্রথমটি *তারগীব*, আর পরেরটি *তারহীব*। ইসলাম হলো দু-ডানায় ভর করে আকাশে-ওড়া পাখির মতো। ইসলামে আমাদের তারগীব এবং তারহীব এর মাঝে সামঞ্জস্য করতে হবে।

তো, আমাদের আলোচনা শুরু হবে তারগীব দিয়ে। অর্থাৎ সালাতের উপকারিতা, গুরুত্ব, কল্যাণ এবং সালাত আদায়কারীদেরকে দেওয়া প্রতিশ্রুতির ব্যাপারে আলোচনা দিয়ে। দ্বিতীয় পয়েন্ট হলো, যথাসময়ে সালাত আদায় করা। এ বিষয়ে আমরা অতটা বিস্তারিত আলোচনায় যাব না, কেননা আমাদের এ আলোচনার উদ্দেশ্য হলো যারা সালাত আদায় করে না, তাদের সালাতের দিকে নিয়ে আসা। যথাসময়ে সালাত আদায় করার বিষয়টি আলাদাভাবে সম্পূর্ণ একটি আলোচনার দাবি রাখে। তৃতীয় যে পয়েন্টটি নিয়ে আমরা আলোচনা করব তা হলো সালাত আদায়ের ব্যাপারে তারহীব। চতুর্থ বিষয়টি হলো, সালাতের ব্যাপারে সালফে সালেহীনের মন্তব্য, তাঁদের চিন্তা। পঞ্চম পয়েন্টটি হলো, সালফে সালেহীন কীভাবে সালাতকে দেখতেন, সালাতকে তাঁরা কতটা গুরুত্ব ও মর্যাদা দিতেন, তা নিয়ে আলোচনা। সালাত তাঁদের জীবনে কতটা অপরিহার্য অংশ ছিল এবং কীভাবে তাঁরা কখনও সালাত আদায়ে বিলম্ব করেননি। ষষ্ঠ এবং সর্বশেষ পয়েন্টটি হলো, কেন আপনারা সালাত আদায় করেন না।

চলুন, তা হলে প্রথম পয়েন্টটি দিয়ে শুরু করা যাক—*তারগীব*।

এক : তারগীব (সালাতের উপকার, পুরস্কার এবং গুরুত্ব)

সালাতের গুরুত্ব

আপনারা কি জানেন, সালাত কতটা গুরুত্বপূর্ণ? তা হলে শুনুন, সালাতের গুরুত্ব কেমন। ইসলাম গ্রহণ করার পর সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ কাজ হলো দৈনিক পাঁচ ওয়াক্ত সালাত আদায় করা। একজন মুসলিমের জন্য সালাত আদায়ের চেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ আর কিছু নেই। যে তার সালাতকে হেফাজত করল, সে নিজের দ্বীনকে হেফাজত করল। যে সালাতকে অবহেলা করল, সে নিজের দ্বীনকেই অবহেলা করল। নবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

رَأْسُ الْأَمْرِ الْإِسْلَامُ ، وَعَمُودُهُ الصَّلَاةُ

"সবকিছুর মূল হলো ইসলাম এবং সালাত হলো তার স্তম্ভ (খুঁটি)।"[৬]

এমন একটি তাঁবুর কথা চিন্তা করুন, যার মাঝখানে কোনো খুঁটি নেই। কোনো তাঁবুর মাঝখানের খুঁটিটি সরিয়ে নেওয়া হলে সেটি ভূপাতিত হবে। তাঁবুটির আর কোনো মূল্য থাকবে না। চিন্তা করুন, মাঝখানের খুঁটি ছাড়া আপনি কি তাবুটি উঠাতে পারবেন? যে নিজেকে মুসলিম বলে দাবি করে, তার জন্য সালাত এই খুঁটির মতো।

আল্লাহর ইবাদত করার জন্য মানুষকে সৃষ্টি করা হয়েছে, পাঠানো হয়েছে এ পৃথিবীতে। আল্লাহর ইবাদত করার সহজ মাধ্যম হলো সালাত। আল্লাহ তাআলা বলেন,

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ

"আমার ইবাদত করার জন্যই আমি মানব ও জিন-জাতি সৃষ্টি করেছি।"[৭]

মহান আল্লাহর ইবাদত করার জন্য দৈনিক পাঁচ ওয়াক্ত সালাতের চেয়ে সরল ও সহজ অন্য কোনো পথ নেই। আমরা সবাই ইসলামের পাঁচটি স্তম্ভের কথা জানি — কালেমা, সালাত, সাওম, যাকাত এবং হাজ্জ। একটি নির্মাণাধীন বাড়ির কথা চিন্তা

[৬] তিরমিযি, আস-সুনান : ২৬১৬

[৭] সূরা আয-যারিয়াত, ৫১ : ৫৬

করুন। বাড়ি নির্মাণের প্রাথমিক পর্যায়ে শুধু বাড়ির কাঠামোটুকু থাকে। নির্মাণাধীন বাড়িকে সুন্দর, পরিপাটি রূপ দিতে হলে বাড়তি কিছু কাজ করতে হয়। যেমন : দেয়াল তুলতে হয়, রঙ করতে হয়, টাইলস বা কার্পেট দিতে হয়, ইলেকট্রিক ও পানির লাইন দিতে হয়, প্লাম্বিং, লাইট ফ্যান, আসবাবপত্র, যোগ করতে হয় এমন নানা জিনিস। ঠিক তেমনিভাবে কেবল ইসলামের পাঁচটি স্তম্ভ পালন করা হলো নির্মাণাধীন বাড়ির মতো। যদি আপনি ভালো মুসলিম হতে চান, তা হলে আপনাকে বাড়তি কিছু কাজ করতে হবে।

আপনারা কি জানতে চান, সালাত কতটা প্রয়োজনীয়? দেখুন, সালাত ছাড়া ইসলামের সব বিধান আল্লাহর পক্ষ থেকে মুহাম্মাদ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর ওপর নাযিল হয়েছে জিবরীল আলাইহিস সালাম-এর মাধ্যমে। কিন্তু সালাতের ক্ষেত্রে কী হয়েছে? সালাতের আদেশ দেওয়ার জন্য নবী মুহাম্মাদ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে সাত আসমানের ওপর নিয়ে যাওয়া হয়েছে। সালাতের আদেশ ওপর থেকে নেমে আসেনি, সালাতের আদেশের জন্য নবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে আসমানের ওপর উঠিয়ে নেওয়া হয়েছে।

নবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মক্কায় তাঁর বাড়িতে বিছানায় শুয়ে ছিলেন। এ সময় তাঁকে একটি ভ্রমণের জন্য জাগ্রত করা হয়। তাঁকে বুরাকের মাধ্যমে প্রথমে নিয়ে যাওয়া হয় জেরুজালেমে। তারপর জেরুজালেম থেকে নিয়ে যাওয়া হয় সাত আসমানে। এ ঘটনাকে আমরা বলি আল-ইসরা ওয়াল মি'রাজ। জিবরীল আলাইহিস সালাম-এর সাথে নবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম প্রতিটি আসমানে যান। জিবরীল আলাইহিস সালাম তাঁকে বিভিন্ন কিছু ঘুরিয়ে দেখান এবং পরিচয় করিয়ে দেন অন্যান্য নবী আলাইহিমুস সালামদের সাথে। তিনি জান্নাত ও জাহান্নামের অধিবাসীদেরও দেখেন। সবশেষে সপ্তম আসমানে জিবরীল আলাইহিস সালাম বলেন, আমাকে এখন ফিরে যেতে হবে। আমার সীমানা এতটুকুই। পরের ধাপটি অতিক্রম করতে পারবেন একমাত্র আপনিই। আপনিই কেবল এই সীমানা পেরিয়ে যেতে পারবেন!

নবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম গেলেন এবং আল্লাহ তাআলা তখন সালাতের বিধান দিলেন। আল্লাহ তাআলা নবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে বললেন, আপনাকে ৫০ ওয়াক্ত সালাত দেওয়া হলো। নবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এ আদেশ নিয়ে সপ্তম আসমান থেকে ষষ্ঠ আসমানে নেমে এলেন। সেখানে দেখা হলো মূসা আলাইহিস সালাম-এর সাথে। কী ঘটেছে জানার পর মূসা আলাইহিস সালাম বললেন, আপনি ফিরে যান এবং আল্লাহ তাআলাকে অনুরোধ করেন

সালাতের পরিমাণ কমিয়ে দেওয়ার জন্যে। লোকদের ব্যাপারে আমার অভিজ্ঞতা আছে, আমি জানি তারা কেমন! তারা কোনোভাবেই ৫০ ওয়াক্ত সালাত আদায় করতে পারবে না। নবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ফিরে গিয়ে আল্লাহর কাছে অনুরোধ করলেন। মহান আল্লাহ পঞ্চাশ ওয়াক্ত সালাতকে কমিয়ে চল্লিশ করলেন। নবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নেমে আসার পর মূসা আলাইহিস সালাম প্রশ্ন করলেন, কী হলো?

নবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জবাব দিলেন, আল্লাহ সালাতের সংখ্যা কমিয়ে চল্লিশ করে দিয়েছেন। মূসা আলাইহিস সালাম বললেন, আপনি আবার ফিরে যান এবং এর সংখ্যা কমিয়ে দেওয়ার জন্য পুনরায় আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলাকে অনুরোধ করুন। মূসা আলাইহিস সালাম কেন এই কথা বলছেন? কারণ এ ব্যাপারে তাঁর অভিজ্ঞতা আছে। তিনি দেখেছেন বনী ইসরাঈলের আচরণ। তাই তিনি বুঝতে পারছিলেন এ পরিমাণ সালাত আদায় করা মানুষের জন্য কঠিন হবে। নবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আবারও ফিরে গেলেন। এবার চল্লিশ থেকে কমিয়ে ত্রিশ করা হলো। তারপর আবারও মূসা আলাইহিস সালাম-এর সাথে একই কথোপকথন হলো। নবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আবারও ফিরে গেলেন। এভাবে ত্রিশ থেকে কমে বিশ, বিশ থেকে দশ হলো। নবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম প্রতিবার নেমে আসার পর মূসা আলাইহিস সালাম-এর সাথে তিনি কথা বলতেন, আর মূসা আলাইহিস সালাম বলতেন ফিরে যান এবং আল্লাহকে বলুন আরও কমিয়ে দিতে। যখন সালাতের সংখ্যা কমিয়ে দশ ওয়াক্ত করা হলো তখনও মূসা আলাইহিস সালাম বললেন, আপনি ফিরে যান এবং আল্লাহকে অনুরোধ করুন আরও কমিয়ে দিতে। মহান আল্লাহ দশ ওয়াক্ত থেকে কমিয়ে পাঁচ ওয়াক্ত করলেন এবং বললেন, পাঁচ ওয়াক্ত সালাত যার পুরস্কার পঞ্চাশ ওয়াক্তের সমান। তোমরা পাঁচ ওয়াক্ত সালাত আদায় করবে কিন্তু এর সওয়াব হবে পঞ্চাশের সমান।[৮]

এটাই চূড়ান্ত হয়। কিছু ধান্ধাবাজ লোক প্রশ্ন করতে পারে, আল্লাহ যদি জানতেনই পঞ্চাশ ওয়াক্ত থেকে কমিয়ে পাঁচ ওয়াক্ত করা হবে, তা হলে কেন নবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে বারবার আসা-যাওয়া করতে হলো?

এর উত্তর হলো যাতে করে আমরা সালাতের গুরুত্ব বুঝতে পারি। যাতে করে সালাতের জন্য ঘুম থেকে ওঠার সময় আপনি লাফ দিয়ে উঠেন। আল্লাহ চান তখন আপনি স্মরণ করুন যে, এই সালাত ৫০ ওয়াক্ত ছিল। পাঁচ ওয়াক্ত সালাত মাত্র ২৫ মিনিটেই আদায় করা যায়, কিন্তু এ থেকে সওয়াব পাওয়া যায় পঞ্চাশ ওয়াক্তের।

[৮] বুখারী, আস-সহীহ : ৩১০৬

যদি আল্লাহ পঞ্চাশ ওয়াক্ত সালাত আদায় করাকেই ফরজ রাখতেন, তা হলে কী হতো চিন্তা করেছেন? আধা ঘণ্টা পর-পর আমাদের সালাত আদায় করতে হতো। চিন্তা করুন তখন আমাদের জীবন কেমন হতো। আল্লাহ চান এই জীবনটাই আপনি চিন্তা করুন। যখন আপনি চিন্তা করবেন প্রথমে পঞ্চাশ ওয়াক্ত সালাতের বিধান দেওয়া হয়েছিল, পরে তা কমিয়ে পাঁচ ওয়াক্ত করা হয়েছে, এবং এর মাধ্যমে পঞ্চাশ ওয়াক্তের সওয়াবই পাওয়া যাচ্ছে, তখন আপনি বুঝবেন আল্লাহ আমাদের প্রতি কত দয়াবান এবং কত সহজ।

সালাতের আদেশ দেওয়ার জন্য মহান আল্লাহ তাঁর রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে উঠিয়ে নিয়েছেন সপ্তম আসমানের ওপরে। যখন সালাতের আদেশ দেওয়া হয়েছে, তখন আল্লাহ ও তাঁর রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর মধ্যে কোনো মাধ্যম ছিল না। বুঝতে পারছেন সালাত কতটা মূল্যবান?

সালাতের মাধ্যমে সুখ এবং প্রশান্তি

আপনি কি জীবনে সুখী হতে চান? আপনি কি জীবনটাকে উপভোগ করতে চান? আপনি কি প্রশান্তির সুখী জীবন চান? আল্লাহর কসম! সালাতের মাধ্যমেই কেবল আপনি এই বিষয়গুলো অর্জন করতে পারবেন। নবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

وَجُعِلَتْ قُرَّةُ عَيْنِي فِي الصَّلَاةِ

"সালাতে আমার চোখের শীতলতা রাখা আছে।"[৯]

তিনি বিলাল রাদিয়াল্লাহু আনহু-কে বলেছিলেন,

أَرِحْنَا بِهَا يَا بِلَالُ

"সালাতের মাধ্যমে আমাদেরকে শান্তি ও স্বস্তি দাও হে বিলাল।"[১০]

সালাত হলো শান্তি, স্বস্তি। এটিই আপনাকে শক্তি জোগাবে এগিয়ে যাবার। জীবনে টিকে থাকার জন্য প্রত্যেক মানুষকেই তার চেয়ে উত্তম, তার চেয়ে বড় কোনো কিছুকে খুঁজতে হয়। এই কারণেই বহু ঈমানহীন লোক তাদের দুনিয়ার জীবনে

[৯] নাসাঈ, আস-সুনান : ৩৯৩৯; আহমাদ, আল-মুসনাদ : ১৪০৬৯
[১০] আবু দাউদ, আস-সুনান : ৪৯৮৫

হতবিহ্বল হয়ে যায়, অথবা মাদকাসক্ত, মাতাল হয়ে যায় বা আত্মহত্যা করে। কেননা, অন্তরে স্রষ্টার ওপর বিশ্বাস হারিয়ে তারা অসহায় হয়ে পড়ে। সর্বশক্তিমান আল্লাহর ওপর এ বিশ্বাস মানুষের ফিতরাতগত। ফিতরাতীভাবে কঠিন সময় মানুষ চায় তার মালিকের কাছে আশ্রয় নিতে, তাঁর কাছে প্রার্থনা করতে। একটি শিশুর দিকে তাকান, সে কারও-না-কারও ওপর ভরসা করে (মা, বাবা, দাদা-দাদু ইত্যাদি) খুঁজে। একজন প্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তিও এমন কাউকে খুঁজে যার ওপর ভরসা করা যায়, যার কাছে আশ্রয় নেওয়া যায়, সাহায্য চাওয়া যায়। মানবজীবনে এ ধরণের আকাঙ্ক্ষার কেন্দ্র হলেন আল্লাহ তাআলা। আল্লাহকে ছাড়া আপনার জীবনকে উপভোগ করতে পারবেন না।

কেউ হয়তো বলতে পারে, জীবনে আরাম ও সুখ পাবার মানে কি আল্লাহ আমার সকল সমস্যা দূর করে দেবেন? সমস্যা জীবনের অংশ। মুসলিম কিংবা কাফির, সবার জীবনেই সমস্যা আছে। কিন্তু সমস্যা সত্ত্বেও জীবনে সুখ ও প্রশান্তি কীভাবে পাওয়া যায়, তা আমি জানিয়ে দিচ্ছি। আমাকে এমন কোনো মানুষ দেখান যে নিজেকে পরিশুদ্ধ করে এবং সঠিকভাবে, সময়মতো সালাত আদায় করে; ঠিক যেভাবে আল্লাহ ও তাঁর রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদের শিক্ষা দিয়েছেন। আমাকে এমন একজন মানুষ দেখান আর তারপর তার সামনে সমগ্র পৃথিবীকে সমস্যা হিসেবে উপস্থাপন করুন। অফিসের সমস্যা, পরিবারের সমস্যা, সরকারি সমস্যা, অথবা এরকম আরও যত সমস্যা আছ, সব। দেখুন সে কীভাবে এসব সমস্যার মোকাবিলা করে।

এবার আমাকে এমন একজন লোক দিন, যে সালাত আদায় করে না। এই লোকের দামি গাড়িতে একটা আচড় পড়লেই সে ব্যতিব্যস্ত হয়ে যাবে। সামান্য সমস্যাই তাঁকে কুড়েকুড়ে খাবে। অন্যদিকে যে সালাত আদায় করে, দুনিয়ার সব সমস্যা নিয়েও সে হাসিমুখে থাকবে। আর যদি তার মুখে হাসি দেখতে নাও পান তা হলে জেনে রাখুন, এতসব সমস্যার পরও তার অন্তরে আছে প্রশান্তি ও স্বস্তি। আপনিও যদি এরকম চান তা হলে সময়মতো, সঠিকভাবে, ইখলাসের সাথে পাঁচ ওয়াক্ত সালাত আদায় করুন।

আল্লাহর সাথে কথোপকথন

যদি আমি আপনাকে বলতাম, আগামীকাল দেশের রাষ্ট্রপতির সাথে, অথবা অফিসের বসের সাথে অথবা আপনার প্রিয় নায়কের সাথে আপনার মিটিং, তা হলে আপনি কী করতেন? উত্তেজনায় আপনি হয়তো রাতে ঘুমোতেই পারতেন

না। নিজের সবচেয়ে ভালো পোশাকটা আপনি বের করে রাখতেন। মিটিঙের সময় কী বলবেন, সেটা নিয়ে চিন্তা করতেন বারবার।

এখন চিন্তা করুন, একজন রাজার সাথে দেখা করার সময় ব্যাপারটা কেমন হবে। কাল যদি আপনাকে প্রাসাদে নিয়ে গিয়ে কোনো রাজার সাথে সরাসরি দেখা করিয়ে দেওয়া হয়, সুযোগ করে দেওয়া হয় অন্তরঙ্গো কথা বলার, তা হলে কেমন লাগবে? জেনে রাখুন, যখন আপনি সালাত আদায় করছেন তখন আপনি কথা বলছেন রাজাধিরাজ, বাদশাহদের বাদশাহ আল্লাহ তাআলার সাথে।

সহীহ বুখারী এবং মুসলিমে বর্ণিত হয়েছে, নবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

> "যখন তোমাদের কেউ সালাতে দাঁড়ায়, সে তার রবের সাথে কথা বলে।"[১১]

সালাতে আপনি আপনার রবের সাথে কথা বলেন। আর, যখন সালাত আদায় করেন না, তখন আপনি আল্লাহর সাথে কথা বলা থেকে বঞ্চিত হন। আপনার লজ্জা করা উচিত! কীভাবে আপনি সালাত থেকে দূরে থাকেন? আল্লাহ আপনাকে বলছেন, এটা হলো আমার সাথে তোমার সাক্ষাৎ করার সময়। ফজর। কিন্তু আপনি বললেন, ঠিক আছে আপনি অ্যাপয়েন্টমেন্ট দিয়েছেন; তবে আমি তখন আসতে পারব না! কোনো রাষ্ট্রপতিকে কি আপনি এমন বলবেন? এটা কি আপনি আপনার বসকে বলবেন? আপনার বসকে আপনাকে একবার সময় দিল সকালে, আপনি বললেন, না আমি দেখা করতে পারব না। ঠিক আছে, তা হলে ১টার (যোহর) সময়? না, আমি তাও পারব না। তা হলে ৪টার (আসর) দিকে? না, আমি পারব না। ৬টার (মাগরিব) দিকে? না, তাও পারব না। তা হলে ৮টার (ঈশা) দিকে? বললাম তো, আমি পারব না।

আপনি কখনও নিজের বসকে এমন বলার কথা চিন্তা করতে পারেন? কিন্তু প্রতিদিন আপনি পাঁচবার করে আল্লাহকে এমন বলছেন। আপনি প্রতিদিন বলছেন, হে আল্লাহ! আমি আপনার সাথে দেখা করতে চাই না। দেখুন, নবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কী বলছেন :

إِنَّ اللَّهَ يَنْصِبُ وَجْهَهُ إِلَى وَجْهِ عَبْدِهِ مَا لَمْ يَلْتَفِتْ

[১১] বুখারী, আস-সহীহ : ৪০৫, ৪১৭

> যতক্ষণ-না বান্দা (সালাতে) অন্যমুখী হয়, আল্লাহ নিশ্চয় তাঁর চেহারাকে বান্দার চেহারা অভিমুখে রাখেন।[১২]

যখন সালাত আদায়ের জন্য আপনারা আল্লাহু আকবার বলেন। আল্লাহ তাঁর চেহারাকে আপনার চেহারা অভিমুখে রাখেন। তাঁর চেহারা আপনার চেহারার অভিমুখে, কীভাবে? যেভাবে আল্লাহর শান অনুযায়ী মানায়।

لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ ۖ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ

"কোনো কিছুই তাঁর সদৃশ নয়। আর, তিনি সব শোনেন, সব দেখেন।"[১৩]

যখন আপনি সালাতে দাঁড়াচ্ছেন, আপনি দাঁড়িয়ে আছেন সরাসরি আল্লাহর সামনে। যেহেতু আপনি ডানে-বামে তাকাচ্ছেন না, তার মানে আপনি সরাসরি সোজা তাকিয়ে আছেন। রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কী বলেছেন? আপনার সামনে তখন আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা। চিন্তা করুন, এর চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ, এর চেয়ে দামি আর কোনো মিটিং, আর কোনো সাক্ষাৎ হতে পারে? এমন অবস্থায় আপনি আল্লাহ তাআলার সাথে আপনার কথোপকথন শুরু করবেন। আপনি বললেন :

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

> "যাবতীয় প্রশংসা আল্লাহর তাআলার জন্য, যিনি জগৎসমূহের ওপর পূর্ণ কর্তৃত্বশীল।"

আল্লাহ বলবেন : حَمِدَنِي عَبْدِي "আমার বান্দা আমার প্রশংসা করেছে।"

আপনি বললেন : الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ "যিনি দয়াবান, পরম দয়ালু।"

আল্লাহ বলবেন : مَجَّدَنِي عَبْدِي "আমার বান্দা আমাকে মহিমান্বিত করেছে।"

আপনি বললেন : مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ "যিনি বিচার-দিবসের মালিক।"

আল্লাহ বলবেন : أَثْنَى عَلَيَّ عَبْدِي "আমার বান্দা আমার প্রশংসা করেছে।"

---

[১২] ইবনে রজব হাম্বলী, জামিউল উলুমি ওয়াল হিকাম: ১/১৩০

[১৩] সূরা আশ-শূরা, ৪২:১১

তখন আপনি বললেন :

إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ ۝٥ اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ ۝٦ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ ۝٧ آمِينَ

"আমরা একমাত্র আপনারই ইবাদত করি এবং আপনার কাছেই সাহায্য-প্রার্থনা করি। আমাদেরকে ভারসাম্যপূর্ণ পথ দেখান। সে-সমস্ত লোকের পথ, যাদেরকে আপনার নিয়ামত দান করেছেন। তাদের পথ নয়, যাদের প্রতি আপনার গজব নাযিল হয়েছে এবং যারা পথভ্রষ্ট হয়েছে।"

আল্লাহ আপনাকে বললেন :

هَذَا لِعَبْدِى وَلِعَبْدِى مَا سَأَلَ

"এটা আমার বান্দার জন্য এবং আমার বান্দা আরও যা যা চায় (তা তাকে দেওয়া হবে)।"[১৪]

আল্লাহর কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে আপনি কীভাবে থাকবেন? দৈনিক পাঁচবার আল্লাহ তাআলা আপনাকে ডাকেন সালাত আদায়ের জন্য, আর আপনি মহান আল্লাহর সাথে সাক্ষাৎ প্রত্যাখ্যান করেন?

সালাত খারাপ কাজ থেকে দূরে রাখে

গোনাহমুক্ত, বিশুদ্ধ জীবন চাইলে, আপনাকে সালাত আঁকড়ে ধরতে হবে। অনেক চেষ্টার পরও আপনি কোনো গোনাহ ছাড়তে পারছেন না, এমন অবস্থায় সালাতের অনুগামী হোন। আল্লাহর দিকে ফিরে আসুন। কেননা আল্লাহ কুরআনে বলেছেন,

....وَأَقِمِ الصَّلَاةَ ۖ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ ۗ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ....

"এবং সালাত কায়েম করুন। নিশ্চয় সালাত অশ্লীল ও গর্হিত কাজ থেকে বিরত রাখে। আর আল্লাহর স্মরণ সর্বশ্রেষ্ঠ।"[১৫]

গোনাহ থেকে বিরত থাকার রাস্তা হলো সালাত। এই কথা বলবেন না যে, আমি চার বা পাঁচবার সালাত আদায় করেছি, কিংবা দুই-এক দিন সালাত আদায় করেছি,

[১৪] আহমাদ, আল-মুসনাদ : ৭৮৩৬

[১৫] সূরা আল-আনকাবুত, ২৯ : ৪৫

অথচ পাপকাজ থেকে দূরে সরে থাকতে পারিনি! নিজেকে সালাতে নিমগ্ন রাখতে হবে। সালাতকে আঁকড়ে রাখতে হবে, লেগে থাকতে হবে। আল্লাহর কসম! এই সালাত আপনাকে পাপ কাজ থেকে হেফাজত করতে থাকবে। আলোচনার পরের অংশে আমরা এ বিষয়ে আরও আলোকপাত করার চেষ্টা করব।

সালাত পাপমোচনকারী

ভেবে দেখুন আমরা আল্লাহর জন্য সালাত আদায় করি, আবার সেই সালাত আমাদের পাপ মোচন করে! আল্লাহ সালাতের বিধান দিয়ে ব্যাপারটা অতটুকু পর্যন্ত রাখতে পারতেন। আমরা সালাত আদায় করতাম, এতে করে আমাদের ফরজ পালন হতো, ব্যস। যদি এমন হতো, তা হলেও কি আমাদের অভিযোগ করার কোনো জায়গা থাকত? কেউ কি বলতে পারত, আল্লাহ আমাদের ওপর কঠিন বিধান চাপিয়ে দিয়েছেন? না, কেউ বলতে পারত না। কিন্তু দেখুন আমাদের রব কত মহান, কত দয়ালু। তিনি আমাদের সালাতের বিধান দিয়েছেন আবার সেই সালাতকে আমাদের পাপ-মুক্তির উপায়ও বানিয়ে দিয়েছেন। এই সালাতের কারণে এক সালাত থেকে অপর সালাতের মধ্যবর্তী সময়ে সংঘটিত সগীরা গোনাহগুলো তিনি ক্ষমা করে দিচ্ছেন।

নবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কীভাবে সালাতের উদাহরণ দিয়েছেন দেখুন। মনে করুন, আপনার বাড়ির সামনেই একটি নদী আছে। আর আপনি দৈনিক পাঁচবার নদীতে গোসল করেন। তা হলে আপনার শরীরে কি কোনো ময়লা থাকবে? ঠিক এ প্রশ্নটা নবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সাহাবায়ে কেরাম রাদিয়াল্লাহু আনহুম-দের করলেন। সাহাবায়ে কেরাম জবাব দিলেন, না, সামান্য পরিমাণ ময়লাও থাকবে না। নবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, পাঁচ ওয়াক্ত সালাতও এমনই। এগুলোর মাধ্যমে আল্লাহ গোনাহসমূহ মুছে দেন।[১৬]

সালাত হলো সমুদ্রের মতো, আর আপনার গোনাহ হলো ময়লার মতো। আপনি সমুদ্রে ঝাঁপিয়ে পড়লে যেভাবে পানি আপনার ময়লা পরিষ্কার করে, তেমনি সালাতও আপনার গোনাহসমূহ মোচন করে দেয়। কারণ আমাদের চারপাশের পরিবেশ গোনাহে পরিপূর্ণ।

আরেকটি হাদীস দেখুন। তখন ছিল শরৎ। আপনারা জানেন, শরৎকালে গাছের পাতাগুলো ঝরে পড়ে। রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এমন একটি ডাল

[১৬] বুখারী, আস-সহীহ : ৫২৮

ধরলেন, যেটাতে প্রচুর পাতা আছে। তারপর ডালটি দিয়ে মাটিতে আঘাত করতে থাকলেন যতক্ষণ পর্যন্ত-না সবগুলো পাতা ঝরে যায়। তারপর তিনি প্রশ্ন করলেন, "তোমরা দেখেছ কীভাবে সব পাতা ঝরে গেল? ঠিক যেভাবে এই ডাল থেকে সব পাতা ঝরে গেল, তেমনিভাবেই পাঁচ ওয়াক্ত সালাত তোমাদের পাপগুলো ঝরিয়ে দেয়" ।[১৭]

আরেকটি হাদীসে নবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, তোমাদের কেউ যখন সালাত আদায়ের উদ্দেশ্যে জাগ্রত হয়, গোনাহগুলো থাকে তার পিঠের ওপর। আর যখন সে আল্লাহর সামনে সিজদাবনত হয়, গোনাহগুলো ঝরে পড়তে থাকে। সালাতের ওঠানামার সাথে সাথে ঝরে যেতে থাকে গোনাহগুলো। এভাবে সালাত শেষ হওয়া পর্যন্ত গোনাহগুলো ঝরে পড়তে থাকে এবং সালাত শেষ হবার পর আর কোনো গুনাহ-ই অবশিষ্ট থাকে না।

নবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, পাঁচ ওয়াক্ত সালাত এক জুমুআ থেকে আরেক জুমুআ এবং এক রমাদান থেকে আরেক রমাদান পর্যন্ত মধ্যবর্তী সময়ের (সগীরা) গোনাহসমূহের কাফফারা, যদি-না কবীরা গোনাহ করা হয়।"[১৮] এখানে এমন মনে করা যাবে না যে, আমি আগামী রমাদান পর্যন্ত অপেক্ষা করি তারপর সালাত শুরু করব, আর আল্লাহ এ সময়ের মধ্যবর্তী গোনাহগুলো ক্ষমা করে দেবেন। সালাত আদায় না করা কুফর এই মতটি যদি আপনি গ্রহণ নাও করেন, তবুও সকলের মতেই সালাত আদায় না করাই কমসেকম কবীরা গোনাহ। কাজেই, এভাবে চিন্তা করা যাবে না। আপনি যে সালাত আদায় করছেন না, সেটাই তো কবীরা গোনাহ!

ভেবে দেখুন, সালাত আদায় করার জন্য আল্লাহ আমাদেরকে এতকিছু দিলেন, অথচ আপনি এখনও সালাত আদায় করছেন না! পঞ্চাশ ওয়াক্ত থেকে কমিয়ে আল্লাহ সালাতকে পাঁচ ওয়াক্ত করে দিলেন, সালাতে রাখলেন স্বস্তি এবং শান্তি, আর তারপর তিনি আপনার গোনাহসমূহও মোচন করে দেওয়ার কথা বললেন; তবুও কি আপনি আল্লাহকে বলবেন যে, আমি সালাত আদায় করতে চাই না?

নবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর আত্মত্যাগের কথা স্মরণ করুন

আপনারা যারা সালাত আদায় করেন না, তাদের লজ্জা হওয়া উচিত। আমি এমন

[১৭] আহমাদ, আল-মুসনাদ : ২৩৭০৭

[১৮] মুসলিম, আস-সহীহ : ২৩৩

কোনো মুসলিম দেখিনি নবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর জীবনী পড়লে বা শুনলে যার অন্তর বিগলিত হয় না! একবার আমি নবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর জীবনী এবং তিনি কীভাবে ইন্তেকাল করেছিলেন তা নিয়ে আলোচনা করেছিলাম। আমার মনে পড়ে, লেকচারের সময় একজন ব্যক্তি কাঁদতে কাঁদতে অজ্ঞান হয়ে গিয়েছিল। আর প্রত্যেক মুসলিমের অন্তরেই নবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর জন্য এমন অনুভূতি কাজ করে। আপনারা কি জানেন, আমাদের কাছে ইসলামের বার্তা পৌঁছে দেওয়ার জন্য তাঁকে (নবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে) কী পরিমাণ কষ্ট সহ্য করতে হয়েছে?

তাঁর ওপর অপবাদ দেওয়া হয়েছিল, আঘাত করা হয়েছিল তাঁর সম্মানে। তারা তাঁকে মিথ্যাবাদী, জাদুকর বলেছিল। এমন এক দুষ্ট লোক যে কিনা মক্কা থেকে বের হয়ে আবার ফিরে আসে আর বলে যে, তাঁর কাছে কুরআন এসেছে। সালাত আদায়ের সময় কাফিররা উটের নাড়িভুঁড়ি চাপিয়ে দিয়েছিল তাঁর পিঠে। তারা তাঁকে শ্বাসরুদ্ধ করতে চেয়েছিল কা'বার পাশে। একদিন যখন নবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কা'বার পাশে ছিলেন, উকবা তাঁর গলার পাশে চাদর জড়িয়ে তাঁকে শ্বাসরুদ্ধ করে হত্যার চেষ্টা করেছিল। এত ত্যাগ, এত কষ্টের পর তিনি তাওহীদের বার্তা পৌঁছে দিয়েছেন যাতে দুনিয়ায় আমরা সুন্দর জীবন নিয়ে বসবাস করতে পারি এবং পরে তাঁর সাথে মিলিত হতে পারি জান্নাতে। এই বার্তা পৌঁছে দেওয়ার কারণে তায়েফে তাঁর ওপর নিক্ষেপ করা হয়েছিল পাথর, এমনকি জুতোও! আপনার কাছে এই দ্বীন পৌঁছে দেওয়ার জন্য নবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এত কষ্ট করেছেন। তারপরও, আপনি সালাত আদায় করেন না? আপনার কি কোনো লজ্জা হয় না?

একবার আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু দেখলেন মুশরিকরা নবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে কা'বার সামনে গোল করে ঘিরে রেখেছে। চারদিক থেকে তারা তাঁকে ধাক্কা দিচ্ছে। অনেক সময় স্কুলের মাস্তান টাইপ ছেলেরা নিচু ক্লাসের ছেলেদের সাথে এমন করে। তারা নবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে মাঝখানে রেখে চারদিক থেকে তাঁকে ধাক্কা দিচ্ছিল। এমন সময় আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু তাদের ঠেলে মাঝখানে গিয়ে আক্রমণকারীদের দূরে সরালেন এবং বললেন : তোমরা কি এমন একজন মানুষকে হত্যা করতে চাচ্ছ যিনি বলেন, আমার রব আল্লাহ? তোমরা এমন একজনের সাথে এরূপ আচরণ করছ যিনি বলেন, আল্লাহ আমার রব?

এ-কথার পর মুশরিকরা আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু-কে মারা শুরু করল। এমনভাবে তাঁকে মারা হলো যে, আবু বকর জ্ঞান হারিয়ে ফেললেন। নবী সল্লাল্লাহু